UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

জুন-২০১০ June 2010

২২তম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা Volume-XXII, No. VI

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ

বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে (ইউএনপিকেও) অংশগ্রহণ করছে। হাইতি থেকে পূর্ব তিমুর এবং জর্জিয়া থেকে নামিবিয়া পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সব সঙ্কট-সংক্ষুব্ধ এলাকায় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পদচিহ্ন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা প্রায় সব স্থানেই আছে এবং আগামী দিনগুলোতেও এভাবে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ দেশের শান্তি রক্ষীদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দেশে-বিদেশে সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৯৮ সালে ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক নিয়ে ইউনিমগে (UNIMOG) অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে 'ব্লু-হেলমেট' পরিবারে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যোগ দেয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ যোগ দেয় ১৯৮৯ সালে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৬৩টি শান্তিরক্ষা মিশনের মধ্যে ৪৫টি সম্পন্ন করেছে আর এগুলোতে অংশ নিয়েছে ৯১,৬৪৮ জন শান্তিরক্ষী। বর্তমানে সারা বিশ্বে ১৯টি বিভিন্ন মিশনে ১,০১,৮৮২ সেনা ও পুলিশ সদস্য শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কাজ করছে এবং ১২টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের ১০,৪৪২ জন শান্তিরক্ষী নিয়োজিত রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে সেনা প্রেরণকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

এ দেশের শান্তিরক্ষীরা কঠিন পরিস্থিতিতে, এমনকি জীবনের প্রতি গুরুতর হুমকির মধ্যে বিশ্বের অনেক অবরুদ্ধ এলাকায় কাজ করছে। শান্তি নিশ্চিত করা এবং দেশের নাম ও যশের জন্য বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এ দেশের ৯৮ জন বীর সন্তান জীবন বিসর্জন দিয়েছে। এ দেশের শান্তিরক্ষীদের এই সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রতি অভিবাদন। জাতিসংঘ ২০০২ থেকে ২০০৭ সালে 'ড্যাগ হ্যামারশোল্ড' পদক প্রদানের মাধ্যমে এই সর্বোচ্চ ত্যাগের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই সর্বোচ্চ ত্যাগ তাদের জীবনের পরিধি কমিয়ে দিলেও বিশ্ব শান্তির প্রতি তা জাতির অঙ্গীকার বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বজুড়ে আলো ছড়িয়ে পড়ুক, আমাদের শান্তি রক্ষীরা হোক আলোয় উদ্ভাসিত।

সূত্র : বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন

জাতিসংঘের পূর্বতন ও বর্তমান মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান

Completed Mission in 30 Countries

Ser	Country	Name of the Mission	G/Total
01.	Afganistan	UNAMA	9
	Afganistan-Pakistan	UNSMA / UNGOMAP	2
02.	Angola	UNAVEM	9
		UNAVEM III	626
03.	Burundi	UNOB / BINUB	6
04.	Cambodia	UNAMIC / UNTAC	1300
		UNMLT	1
05.	Congo	MONUC	9467
06.	East Slovenia	UNTAES	75
07.	East Timor	UNAMET / UNTAET / UNMISET	2284
08.	Ethiopia / Eritrea	UNMEE	1108
09.	Georga	UNOMIG	131
10.	Haiti	UNMIH / MNF	2227
11.	Iraq	UNGCI	121
12.	Iran/Iraq	UNIIMOG	31
	Iraq	UNMOVIC	3
13.	Ivory Coast	MINUCI / ONUCI / UNOCI	18006
14.	Kosovo	UNMIK	534
15.	Kuwait	UNIKOM	8238
16.	Liberia	UNOMIL	148
		UNMIL	18913
17.	Mecedonia	UNPREDEP	7
18.	Mozambique	ONUMOZ	2622
19.	Namibia	UNTAG	85
20.	Rawanda	UNAMIR	1022
21.	Uganda / Rawanda	UNOMUR	20
22.	Somalia	UNOSOM-I	7
		UNOSOM-II	1967
23.	Sudan	AMIS / UNMIS	7466
24.	Tajikistan	UNMOT	40
25.	Westen Sahara	MINURSO	111
26.	Yugoslavia (Former)	UNPROFOR / UNMOP	1608
27.	Sierra Leone	UNIOSIL / UNOMSIL	11977
		UNIOSIL	3
28.	CAR & Chad	MINURCAT	3
29.	Darfur	UNAMID	1319
30.	Bosnia	UNMIBH	152
		TOTAL	91,648

Ser	UN Msn	Army	Navy	Air Force	Total	Remarks
1.	Armed Forces	81,842	1,308	2,129	85,279	45 Missions
2.	Police				6,369	18 Missions
				Grand Total	91,648	

Details of Current Deployment in UN Mission (upto 01 May 2010)

Ser	Country	Name of the Mission	Total
02.	Liberia	UNMIL	1566
01.	Ivory Coast	UNOCI	2349
03.	Sudan	UNMIS	1674
04.	Congo	MONUC	2817
05.	Darfur	UNAMID	1310
06.	Timor Leste/East Tomor	UNMIT	197
07.	Western Sahara	MINURSO	08
08.	Chad	MINURCAT	154
09.	Lebanon	UNIFIL	322
10.	Western Africa	UNOWA	01
11.	Somalia	AMISOM	01
12.	Haiti	MINUSTAS	06
13.	UNDPKO	UNHQ	17
		Total	10422

SUMMARY

Ser	UN Msn	Army	Navy	Air Force	Total	Remarks
1.	Armed Forces	7,807	538	467	8812	11 Missions
2.	Police				1610	7 Missions
				Grand Total	10422	

LEADING TROOPS CONTRIBUTING COUNTRIES (upto 30 April 2010)

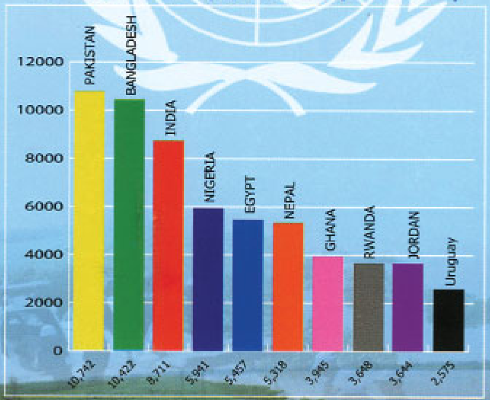

একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

জলবায়ুর পরিবর্তন এবং আমাদের অভিন্ন ভবিষ্যৎ

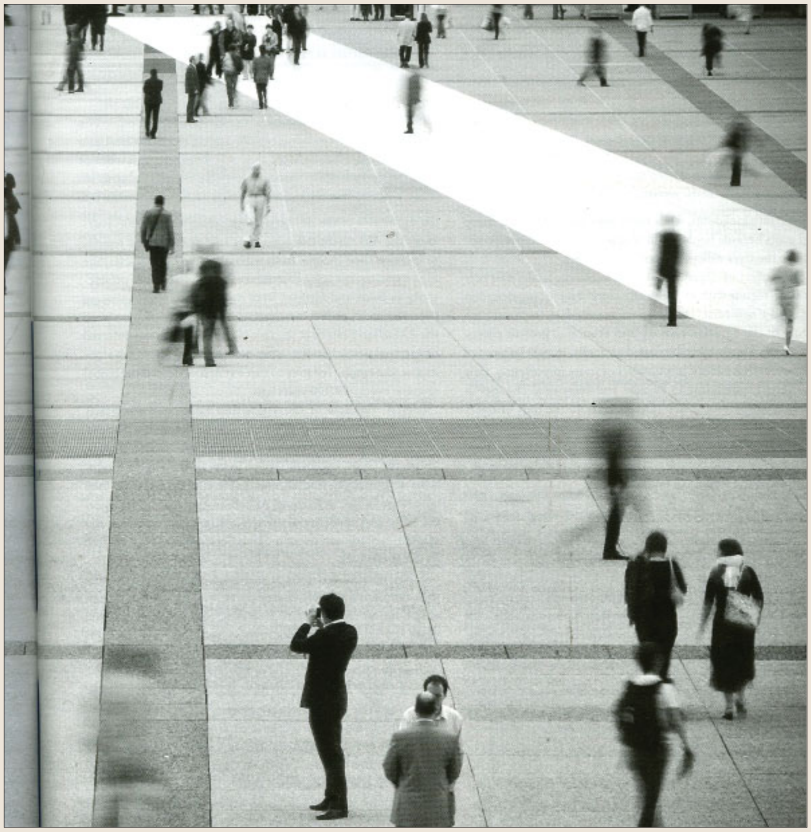

আমি একবার একটি প্রচারপত্র দেখেছিলাম, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্‌ক্ষান জানানো হয়েছিল। এতে মনে হয়, অনেকেই জানেন না যে, জলবায়ুর পরিবর্তন সবসময় হচ্ছে এবং তা রোধ করা যায় না। অবশ্য সময় ও মাত্রার দিক থেকে জলবায়ুর পরিবর্তনে বিভিন্নতা হয় এবং তা হলো বিভিন্ন কারণের ফলশ্রুতি। যেমন সূর্য ও বিষুবরেখার দুরত্ব, যা বিশ্বের উষ্ণতার পরিমাণে অবদান রাখে এবং পৃথিবীর কক্ষপথে পরিবর্তন বা সৌররশ্মির তারতম্যের কারণে বিষুবরেখা থেকে হিমশীতল মেরুর মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য।

তাপমাত্রার এই বিভিন্নতার কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং তাতে প্রভাবিত হয় বৃষ্টিপাত। হাজার হাজার বছর সময়ের ব্যবধানে পৃথিবী কখনো হিমবাহের শীতলতা এবং কখনো উষ্ণতার অগণিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ১ লাখ ১০ হাজার বছর আগে সর্বশেষ বড় ধরনের তুষার আস্তরণের পর ১৬ হাজার থেকে সাড়ে ১১ হাজার বছর আগে উষ্ণতা দেখা দিলে জলবায়ুর ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা দেয়। এই অবস্থায় দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও চীনের অর্ধমরু অঞ্চলের জলবায়ু সংবেদনশীল বসতির চারক দল বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও খাদ্য আহরণ প্রযুক্তি গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বুনো ঘাসের নিবিড় ব্যবহার ও পশুীড়ার আয়োজন, পেষণযন্ত্র তৈরি ও ব্যবহার, ফাঁদ পেতে শিকার করা, তীর-ধনুকের ব্যবহার এবং খাদ্য সংরক্ষণ। এরই মধ্যে কেউ কেউ তাদের শিকারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আর অন্যরা বুনো শস্য সম্পদ থেকে তাদের অর্জন বৃদ্ধি করে। সবচেয়ে সফল গ্রুপগুলোর বাস ছিল ভুমধ্যসাগরীয় পুর্বাঞ্চলে, যেখানে প্রাচুর্য ছিল বুনো গম ও যবের।

কৃষি আবিষ্কার

১১ হাজার ৬শ' থেকে ৮ হাজার ২শ' বছর আগে জলবায়ুর উষ্ণতা এবং ভুমধ্যসাগরীয় পুর্বাঞ্চলে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বংশ পরম্পরায় চারক দল পানির সুবিধা সংবলিত এলাকার সুযোগ নিয়ে খাদ্য আহরণের প্রধান অবলম্বন হিসেবে কৃষিকাজ শুরু করে। এটা মানবজাতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক অর্জনের সুচনা করে-আবিষ্কার হয় কৃষি।

এরপর জীবন আর একরকম থাকেনি। গ্রামগুলো একত্র হয়ে গঠন করে করপোরেট গ্রামসমাজ, যার শাসনভার থাকে পরিষদ বা সমাজপতিদের হাতে। পরে বহুসংখ্যক কৃষিসমাজ মিলিত হয়ে গঠিত হয় রাজ্য। আর যারা গবাদিপশু, মেষ ও ছাগল লালন-পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতো, সেসব চারক দল কৃষকদের পছন্দের নদী-বিধৌত উপত্যকার বাইরে বৃষ্টিস্নাত তৃণভুমিতে বিচরণ করে।

রাজনৈতিকভাবে অধিকতর জটিল সংগঠন সংবলিত এই নতুন কৃষি যুগে মানবজাতির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এক নতুন মোড় গ্রহণ করে। আংশিকভাবে কৃষিনির্ভর প্রতিবেশের ধরন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে এটা ছিল অত্যন্ত সময়োচিত। আংশিকভাবে বছর বছর বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্যের কারণে কৃষি উৎপাদন ওঠানামা করে। তবে কৃষি উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কারণ হলো দশক ও শতাব্দীতে জলবায়ুর অবস্থার পরিবর্তন, যা নদীর প্রবাহ ও তৃণভুমিতে বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করা হয় সেচখাল খনন, বাড়তি পানি অপসারণের জন্য নালা তৈরি এবং তৈরি বন্যার গ্রাস থেকে জমিজমা ও বসতি রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে।

বিশাল সভ্যতা

কৃষিসমাজ বিস্তৃত হয়ে পদানুμমিক ব্যবস্থাভিত্তিক জটিল রাজনৈতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। রাষ্ট্রের কর্মকর্তা, কেরানি ও যাজকরা রাষ্ট্রের নীতির উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে আচার-অনুষ্ঠান ও কল্পকাহিনীর আশ্রয় নেয় তা অধিকতর

খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায়ের মাধ্যমে এসব চাহিদা পুরণ করা হয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণের জন্য কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম ও আবাদি জমির প্রসার ঘটাতে হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের দিকে প্রারম্ভিক কৃষিনির্ভর রাষ্ট্রগুলো মিসর, মেসোপটামিয়া ও ভারতে বিশ্বের প্রথম বিশাল সভ্যতা হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দের দিকে জলবায়ুর এক আকস্মিক পরিবর্তন সারা বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। নীল নদের তীরে মিসরীয়রা একটি কেন্দ্রভিত্তিক রাষ্ট্র পত্তন করেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০০ থেকে ৪২০০ অব্দ পর্যন্ত চারশ' বছর ধরে বংশ পরম্পরায় শাসকবর্গ গড়ে তুলেছিলেন বিস্ময়কর পিরামিড। কিন্তু ক্ষীণকায় নীল নদের দফায় দফায় অচিন্তনীয় প্লাবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সরকার ভেঙে পড়ে। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে, সারা দেশে সহিংসতা বিস্তৃত হয়, দেশজুড়ে দেখা দেয় এক চরম বিশৃঙ্খলা।খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের দিকে কয়েকটি

প্রারম্ভিক কৃষিনির্ভর রাষ্ট্র বিশ্বের প্রথম বিশাল বিশাল সভ্যতা হিসেবে গড়ে ওঠে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দের দিকে জলবায়ুর এক আকস্মিক পরিবর্তন সারা বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।

মেসোপটামিয়ায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দের শুরুতে গড়ে ওঠা প্রারম্ভিক রাষ্ট্র সমাজগুলো খরা এবং দজলা ও ফোরাতের প্লাবন থেকে রেহাই পেতে সেচের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিল। তারা 'শেডাফ' পানি উত্তোলন যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং খাল, নিষ্কাশন নালা, জাঙ্গাল, বাঁধ ও রক্ষণাধারের ব্যবহার করে। বন্যাবিধৌত সমতলভূমির জমি ছিল লোনাপ্রবণ। এতে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, যেমনটি মিসরে হয়নি। সাড়ে ৪ হাজার বছর আগে শাসকবর্গ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে যা পরিণতিতে ২০০ বছর পর সমরবাদী আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের উত্থান সুগম করে।

আক্কাদীয়রা কর উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টিবিধৌত অঞ্চলে শাসন বিস্তৃত করে। তবে একটি ব্যয়বহুল সমরবাদী রাষ্ট্র চালানো, জমি ও কৃষকদের ওপর অত্যন্ত চাপের ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস ও বৃষ্টিবিধৌত প্রান্তিক জমির উৎপাদনের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা আক্কাদীয়দের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক গোলযোগে পতনের ঝুঁকিতে উপনীত করে। উত্থানের পর একটি শতকের বেশি অতিক্রান্ত হতে না হতেই সাম্রাজ্যটি ৪,২০০ বছর আগে বিশ্ব জলবায়ুর তিনটি আঘাতের শিকার হয়।

প্রথমে দজলা ও ফোরাতের প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে উপত্যকায় উৎপাদনশীলতা খর্ব হয়। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টি-বিধৌত কৃষি খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, জাগরো পার্বত্য এলাকায় বসবাসরত গুতিয়ান যাযাবর উপজাতির চারণভূমি খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা আক্কাদীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও এর অভ্যন্তরীণ হানাহানির সুযোগ গ্রহণ করে : তারা এমন অনিরাপদ, অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত ও কর আদায় বিঘ্নিত করে আক্কাদীয় সাম্রাজ্যকে তার অপরিহার্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে।

আরো পূর্বদিকে চীনে প্রচুর মৌসুমি বৃষ্টির কল্যাণে ১১ হাজার ৬শ' বছর আগে থেকে ধান ও বজরা চাষ জীবিকার প্রধান উপায়ে পরিণত হয়; কিন্তু ৪ হাজার ২শ' বছর আগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে খরা দেখা দিলে ইয়াঙজি নদীর বাঁকের মধ্যমর্তী অঞ্চলে বসতি ত্যাগ শুরু হয়। পীত নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং জলবায়ুর অস্থিরতায় মাটির ক্ষয় ও ফসলের ক্ষতি পদানুক্রমভিত্তিক জটিল সমাজের বিস্তার ঘটায়, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে জলবায়ুর হিমশীলতায় হুমকির সম্মুখীন হয়। এতে কেবল খরাই দেখা দেয়নি, বরং হিমমুক্ত দিনের সংখ্যাও হ্রাস পায়। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা কমে যায়। পঞ্জিকাবর্ষ ৪০০০ বিপিতে পীত নদীর উপত্যকায় লঙশান সংস্কৃতি ও মধ্যচীনে কৃষিনির্ভর সমাজগুলোর পতনের মধ্য দিয়ে এটা পরিস্ফুট। এতে আরো মনে হয় যে, দুর্ভিক্ষ উতরানোর জন্য খরা হয়তো রাজনৈতিক একত্রীকরণ ও সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে, হেনান প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল ও শাঙজি প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৪ হাজার ১শ' থেকে ৩ হাজার ৬শ' বছর আগে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লিখিত চীনের জিয়া রাজনবংশের উত্থানের পথ সুগম হয়।

৪ হাজার ২শ' বছর আগে থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি ও শ্রমিক করায়ত্ত করার জন্য যুদ্ধবিগ্রহের আধিক্যে অনেক রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না হলেও পরিশেষে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, করভার জর্জরিত অসন্তুষ্ট কৃষক অধ্যুষিত বিশাল ভূখন্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যয় এবং অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় রাজবংশগুলোর দ্রুত পতন ঘটায়।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রোমান সাম্রাজ্য-পূর্ববর্তী অনেক রাজ্য ও সাম্রাজ্য পদানত করে। কিন্তু এর আগে যেসব কারণে পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল, প্রায় বিশ্ব জোড়া এই সাম্রাজ্যেরও একই সমস্যায় পড়তে বেশি সময় লাগেনি। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীতে জলবায়ুর পরিবর্তন চূড়ান্ত আঘাত হানে। এখানেও গুতিয়ান ও আক্কাদীয়দের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তেমনিভাবে পরপর খরার ফলে যাযাবর হুনদের অশ্বারোহী

তীরন্দাজ দল জার্মানিক উপজাতির ওপর হামলা চালায়, তারা আবার চড়াও হয় রোমানদের ওপর। আবারও খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মরু ও অর্ধমরু অঞ্চলের তৃণভূমিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মঙ্গোলদের হামলা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। এসব মঙ্গোলের বংশধর এখন মঙ্গোলিয়া, চীন (ইনার মঙ্গোলিয়া), রাশিয়া ও অপর কয়েকটি মধ্য এশীয় দেশে বাস করে।

> বিশ্বের উষ্ণায়নে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা খুব বেশি– এটি... আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের চলতি ঘাটতির প্রতিও একটি জাগরণী আহক্ষান।

জলবায়ুর এই অস্থিরতা কেবল যে যাযাবর মঙ্গোলদেরই সুস্থিত সম্প্রদায়গুলোর ওপর হামলা চালাতে উৎসাহিত করতো, তা নয়। অধিকন্তু তা পাকাপোক্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলোকেও দুর্বল করে নাজুক অবস্থায় ফেলে দিতো।

জলবায়ুর যে অস্থিরতা মঙ্গোলদের প্রসারে অবদান রেখেছিল তা ছিল বৈশ্বিক– যাকে বলা হয়েছে মধ্যযুগীয় জলবায়ুজনিত অসঙ্গতি। ইউরোপে মধ্য যুগে তার প্রভাব পড়েছে গভীর। উত্তর আমেরিকাসহ বিশ্বের আরো অনেক অঞ্চলেও তার প্রভাব পড়েছে। মিসরে খ্রিষ্টীয় নবম থেকে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় খরায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

খ্রিষ্টীয় ৯০৭ সালে চীনের সুপ্রসিদ্ধ তাঙ সাম্রাজ্যের পতন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই ত্বরান্বিত হয়েছিল বলে এখন ধারণা করা হয়। চীনে বার্ষিক মৌসুম চμ ঐতিহাসিক পরিবর্তন তাঙ বংশকে পতনের প্রান্তে নিয়ে যায়; দীর্ঘকালব্যাপী খরা ও গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা ইন্ধন যোগায় কৃষক বিদ্রোহে, যা এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা শীতকালীন জোরালো মৌসুমি বায়ুর প্রমাণ পেয়েছেন, যা খ্রিষ্টীয় ৭০০ থেকে ৯০০ সালে আন্তঃউষ্ণমন্ডলীয় সমকেন্দ্রিক অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃষ্টির অভিপ্রয়ান সুগম করেছিল। জলবায়ুর অনুরূপ একটি বিপর্যয় মধ্য আমেরিকায় ক্লাসিক মায়াদের পতন ঘটিয়েছিল।

এ কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, সভ্যতার পতনের জন্য অনেকগুলো কারণের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন অন্যতম মাত্র। সম্ভবত সেসব কারণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সমাজ শাসনের পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্ষীয়ান সম্রাজ জুয়ানঝঙ যদি আত্মতুষ্টিতে না ভুগতেন, কিংবা রাষ্ট্রীয় কাজে উদাসীন না থাকতেন, অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যারা দুর্নীতিতে কলুষিত করেছিল সেসব অসৎপরায়ণ চ্যান্সেলরদের নিয়োগ না দিতেন তাহলে তাঙ সাম্রাজ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল হয়তো এড়ানো যেত। আর ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্ভবত তিনি সাম্রাজ্যের প্রতি শত্রু সৈন্যদের হুমকি হয়ে ওঠা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সমরবাদী রাজতন্ত্র কি জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে নাজুক? অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নিপীড়ক সমরবাদী শাসন ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা কি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান এড়াতে পারতো? পরিশেষে কৃষকদের প্রতি তাঙ সম্রাটের আরো ন্যায়পরায়ণ ও পরহিতকর নীতি কি ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাদের ব্যাপক অভ্যুত্থান ঠেকাতে পারতো?

সভ্যতার উত্থান বা পতনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে মূল কারণ হিসেবে আমরা যেন চিহ্নিত না করি। তাহলে এখন জলবায়ু পরিবর্তন এমন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে মোকাবেলা করা যেতে পারে যা নিশ্চিত করে যে, অসঙ্গত কার্যকলাপ প্রাকৃতিক বসতির প্রাণশক্তিকে বিনষ্ট করে না, শাসকবর্গ গুটি কয়েকের সুবিধার জন্য গণমানুষকে অতিরিক্ত শোষণ করেন না এবং অন্য দেশের সম্পদ ও জনগণকে লুণ্ঠনের জন্য সামরিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

পূর্ববর্তী অনেক সামাজিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলোর মতো আমরাও অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় রয়েছি। বস্তুতপক্ষে পরিস্থিতি এখন আরো খারাপ, কারণ সব দেশের অর্থনীতি নিবিড় বন্ধনে সম্পৃক্ত এবং কারণ বিগত ২শ' বছর ধরে এই গ্রহকে শিল্পায়নের দূষণের পুঞ্জীভূত কুফল এখন বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর একটা বিপর্যয় ঘটানোর হুমকি সৃষ্টি করেছে। এই গ্রহ জনসংখ্যাধিক্য, জনাকীর্ণতা ও অতিনগরায়নেও জর্জরিত। আমাদের একটি সম্পদের কথা বলতে গেলে, বিগত ৫০ বছরে পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ১শ' কোটির বেশি লোক পরিষ্কার পানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমার মতে, অদুরদর্শী জাতীয়তাবাদী নীতি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিহার এবং একটি বিশ্ব ব্যবস্থাপনাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলা ব্যতীত আমাদের বিশ্ব সঙ্কটের আর কোনো সমাধান নেই। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান আমাদের হুমকিকবলিত পরিবেশের পুনর্বাসন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মোচনে নতুন ও নিরাপদ প্রযুক্তির প্রসার এবং প্রচারের জন্য সব দেশের দক্ষতা ও জ্ঞান, আর্থিক ও মানবিক সম্পদ একীভূত ও সমন্বিত করবে। বিশ্বের উষ্ণায়নে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ভূমিকা খুব বেশি আর একটি কেবল আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির প্রতি নয় বরং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের চলতি ঘাটতির প্রতিও একটি জাগরণী আহক্ষান।

ফেকরি হাসান

ইউনিসেফের পরামর্শে জরুরি অবস্থায় শিশু শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়ার সুপারিশ

গত ৬ এপ্রিল ঢাকায় 'জরুরি অবস্থায় শিক্ষা–একটি জাতীয় অগ্রাধিকার' শীর্ষক একটি জাতীয় পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়। এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ক্লাস্টার ইন বাংলাদেশ এই পরামর্শের আয়োজন করে। এ ক্লাস্টারের যৌথ নেতৃত্বে রয়েছে ইউনিসেফ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. মো. আফসারুল আমিন প্রধান অতিথি হিসেবে পরামর্শে যোগদান করেন। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখলেসুর রহমান ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আবু আলম মো. শহীদ খান বিশেষ অতিথি হিসেবে এতে উপস্থিত ছিলেন।

সিডরের পর সমন্বিত সাড়া দান শুরু করার জন্য কয়েকটি শিক্ষা সংস্থা যখন সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এসেছিল, তখন এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (ইআইই) ক্লাস্টারের জন্ম হয়। সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা ও এনজিওগুলোর প্রায় ৩০ সদস্যের সমন্বয়ে এটি এখন একটি ফোরাম। এর যৌথ নেতৃত্বে রয়েছে ইউনিসেফ ও সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউকে। এই সমন্বয় ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো সর্বাগ্রে প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিশু শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রণালিবদ্ধ সামর্থ্য ও প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্যও কাজ করে।

এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সির সর্বশেষ প্রচেষ্টা হলো অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ও সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকের অংশী দারিত্বে ইউনিসেফের সহায়তায় ১৮ মাসমেয়াদি দুটি উদ্যোগ। এই দুটি উদ্যোগের আওতায় ছিল ১৫টি ঝুঁকিপূর্ণ জেলা।

ক্লাস্টার পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে শিশুরা যে নাজুক পরিস্থিতিতে পড়ে তা উঠে এসেছে। প্রাপ্ত প্রধান প্রধান তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৭১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বন্যায় ১ লাখ ২০ হাজার প্রাইমারি স্কুল ও ঘূর্ণিঝড়ে ৫০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমীক্ষার হিসাবে, ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার ফলে ১৫ লাখের বেশি শিশু স্কুলচ্যুত হয়েছে।

পরামর্শে সরকারের বিবেচনার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে, যথা :

স্থিতিশীল অবকাঠামো : স্কুল নির্মাণের সময় আর্দ্র/জলাভূমি, নদীর তীর/ লেকের পাড়, জোরালো বায়ু ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিপূর্ণ স্থান পরিহার করা। নির্মাণসামগ্রী মজবুত ও দুর্যোগ প্রতিরোধক হওয়া প্রয়োজন।

বিকল্প আশ্রয়ের প্রয়োজন : আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত স্কুলগুলো মাসের পর মাস বন্ধ থাকে বলে শিক্ষাদান কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। স্কুলগুলো পুনরায় চালু করার জন্য তৈরি থাকলেও স্কুলের আসবাবপত্র ও উপকরণের ক্ষয়ক্ষতির কারণে দ্রুত ক্লাস শুরু করা যায় না।

পর্যাপ্ত বাজেট : ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলো যথাসময়ে ও মানসম্পন্নভাবে পুনর্নির্মাণ/মেরামতের জন্য সরকারি সংস্থার পর্যাপ্ত সহায়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি, সাড়া ও পুনরুদ্ধার কার্যµমের সঙ্গে শিক্ষাকে সমন্বিত করার জরুরি আহক্ষানের মধ্য দিয়ে পরামর্শ শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়গুলো এবং সমাজ, জেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সূত্র : ইউনিসেফ বাংলাদেশ

জাতিসংঘের ক্ষুধা মোচনের লড়াইয়ে ঢাকাসহ বিশ্বের অন্য শহরগুলোতে হাজার হাজার লোকের পদযাত্রা

'খাদ্য হচ্ছে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের এবং সহযোগিতায় আছে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান'—বললেন বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। তাঁর এই বক্তব্যের সাথে সাথে শুরু হয় অষ্টম বার্ষিক 'অ্যান্ড হাঙ্গার : ওয়াক দ্য ওয়ার্ল্ড'—ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির (ডব্লুএফপি) একটি পদযাত্রার আয়োজন। ৭ জুন ৭০টি দেশের প্রায় দেড় লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে এই দিনটি পালন করতে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঢাকাবাসীরাও পিছিয়ে নেই। ঢাকাতে চার হাজারেরও বেশি মানুষ এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্লোগানে এবং রঙবেরঙের পতাকা ও ফেস্টুনসহ এই পদযাত্রার শুরু হয় 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র' থেকে এবং আইডিবি ভবনে এসে এর পরিসমাপ্তি হয়। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্যের শিকার এবং এই দারিদ্র্য মোচনের জন্য নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। দারিদ্র্য এবং পুষ্টিহীনতা হচ্ছে সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি আর এই হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করতে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের বহু খ্যাতিমান মানুষ। বাংলাদেশের জনপ্রিয় গায়িকা সামিনা চৌধুরী, অভিনেত্রী শমী কায়সার এবং সাবেক ফুটবলার কায়সার হামিদ ক্ষুধার বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার' বিশ্বখ্যাত ফুটবলার কাকা হয়েছেন ডব্লুএফপির অ্যামব্যাসাডর বা শুভেচ্ছাদূত।

সূত্র : ডব্লুএফপি বাংলাদেশ

পদযাত্রার প্রাক্কালে বক্তব্য রাখছেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী

পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে জাতিসংঘ রেফারেন্স কর্নার উদ্বোধন এবং এমডিজি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান

২৬ মে, ২০১০

সম্প্রতি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে জাতিসংঘ রেফারেন্স কর্নার উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে এমডিজি বিষয়ে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। রেফারেন্স কর্নারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরিফ ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। এ সময় আনুষ্ঠানিকভাবে এক সেট পুস্তক উপাচার্য মহোদয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক মো. মনিরুজ্জামান ও ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মিসেস দিলারা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. মোঃ শরিফ এবং কাজী আলী রেজা জাতিসংঘ রেফারেন্স কর্নারটি উদ্বোধন করছেন

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বছর এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৬ মে, ২০১০

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বছর এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্র যৌথভাবে এক আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বন সংরক্ষক এবং সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন উপ-প্রধান বন সংরক্ষক মো. আবদুল মোতালেব ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান এবং উপাচার্য, ইউএনডিপির প্রোগ্রাম অফিসার এবং দু'জন পরিবেশ বিজ্ঞানী। জাতিসংঘের মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক মোঃ মনিরুজ্জামান। জীববৈচিত্র্যের ওপর দুটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। শুরুতে ঢাকা ইন্টারনশনাল ইউনিভার্সিটির ১০০ জন ছাত্রছাত্রী কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং কুইজ বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সবশেষে বন বিভাগের সৌজন্যে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে একটি করে গাছের চারা প্রদান করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন প্রধান বন সংরক্ষক

প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক নুরুল মোমেন এবং জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

তথ্য সাক্ষরতা ও এমডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

১২-১৩ জুন, ২০১০

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে কুমিল্লা জেলাস্থ চৌদ্দগ্রাম উপজেলার গুণবতী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে তথ্য সাক্ষরতা ও এমডিজি বিষয়ে দু'দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে গুণবতী স্কুলের মোট ৩০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অ্যাডভোকেট এমএ জলিলের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যথাμমে কাজী আলী রেজা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, জনাব বিধায়ক রায় চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম এবং জনাব দেওয়ান মোঃ জাহাঙ্গীর, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, চৌদ্দগ্রাম। দ'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের রিসোর্স পারসনের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল ইসলাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের এডজাংক্ট ফ্যাকালটি জনাব মিনহাজ উদ্দিন আহম্মেদ ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণে মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সম্যক ধারণা প্রদান। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী ও প্রশিক্ষকদের যৌথ ছবি

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org